মেহেরপুরে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের উঠান বৈঠক

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা মহিলা লীগের উদ্যোগে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে হালদার পাড়ার ভৈরব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সভাপতি নুরনাহার বেগমের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির পত্নী এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মেহেরপুর পৌরসভার সভা নেত্রী রোকসানা কামাল রনু, ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি চম্পা, মুজিবনগর উপজেলার সভানেত্রী তহমিনা খাতুন সহ বিভিন্ন নেত্রী ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনা কে আবারো ক্ষমতায় রাখতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা ৮নং ওয়ার্ড সুবিদপুর আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আতিক স্বপনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা

চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সেক্রেটারির রায়হান উদ্দিন মন্টু
সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বহি:স্কার, কমিটি বিলুপ্ত

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগ সম্পাদকের মাদক গ্রহনের ছবি ভাইরাল এবং সংগঠন পরিপন্থী কার্যকলাপের কারনে শেখ সাকিবকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ থেকে সাময়িক বহিস্কার করা হয়েছে। সেই সাথে স্থায়ীভাবে বহি:স্কারের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ বরাবর সুপারিশ করা হয়েছে। এদিকে একই বিজ্ঞপ্তিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন ও সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

জানা গেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিবের মাদক গ্রহনের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে । জনগনের বন্ধু নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে গত ১১ আগষ্ট সাকিবের ইয়াবা সেবনের একটি ছবি পোষ্ট করা হয়। পরে মূহুর্তেই ছড়িয়ে পড়ে ছবিটি। পরে গত ২ সেপ্টেম্বর গাঁজা সেবনের আরও একটি ছবি একই আইডি থেকে পোষ্ট করা হয়। সেই সাথে তাকে বহিষ্কারের দাবি জানায় ওই ফেসবুক আইডিটি। এছাড়াও ছাত্রলীগের

মহাসমাবেশে না গিয়ে বিএনপি নেতা কর্মীদের সাথে বসে আড্ডা দেওয়ারও ছবি পোষ্ট করে জনগনের বন্ধু নামের ওই ফেসবুক আইডিটি। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিটের ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। এরকম মাদকাশক্ত একজন ছাত্রনেতার অবিলম্বে বহিষ্কারের দাবি জানায় ছাত্রলীগ নেতারা।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন ও সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল বলেন, সংগঠণ বিরোধী, শৃংখলা পরিপন্থি, অপরাধমুলক এবং সংগঠনের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব কে সাময়ীক বহি:স্কার করা হয়েছে। এছাড়া মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কমিটির সকল কার্যক্রম বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

মেহেরপুর ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখেছি তার মাদক গ্রহনের ছবি। এতে ছাত্রলীগের মান ক্ষুন্ন হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা কর্মী জানায়, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বির্তকীত কাজ করে ছাত্রলীগকে কলঙ্কিত করছে। অবিলম্বে এমন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ারও জোর দাবি জানান তারা। এছাড়াও মুজিবনগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে থেকে সে বিয়েও করেছে। ইতিমধ্যে তার একটি কন্যা সন্তানও আছে। ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর চার সদস্যের মুজিবনগর ছাত্রলীগের কমিটির অনুমোদন দেই জেলা ছাত্রলীগ। পরে তিন মাসের মধ্যে পূর্নাঙ্গ কমিটি করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ৬ বছরেও হয়নি পূর্নাঙ্গ কমিটি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক এমএ খালেক অসুস্থ্য

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক অসুস্থ্য হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার

জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে এমএ খালেক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
তিনি কোল্ড এনার্জি ও হাইপ্রেসারে ভুগছিলেন। বর্তমানে তার অবস্থা উন্নতির দিকে বলে জানান তিনি।

এমএ খালেক জানান,গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে ব্যক্তিগত অফিসে বসে নেতাকর্মীদের সাথে রাজনৈতিক আলাপচারিতায় ছিলাম। হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোকজন।

তিনি বলেন, কোল্ড এনার্জি থেকে এ্যাজমায় রুপ নিয়েছে। বর্তমানে হাইপ্রেসার, অক্সিজেন ও রক্তের লেবেল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত বিছানায় বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক গ্রেফতার

গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেনে মেঘলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মকবুল হোসেন গাংনী বাস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মৃতু ওয়াজ উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গাংনী বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি মামলায় মকবুল হোসেন মেঘলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মকবুল হোসেনকে মেঘলাকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আয়োজনে রজব আলী সুপার মার্কেটে বিএনপির পার্টি অফিসে এ প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোঃ সফিকুল ইসলাম পিটু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সরদার নুরুজ্জামান।

এসময় প্রধান অতিথি বলেন দ্রব্য মুল্যের উর্ধগতির বাজারে যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেরেছে তাতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। দেশের সাধারণ মানুষ আর এই ভোট চোর সরকারকে চাইনা। জনগণ এই সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই এখনো সময় আছে আপনারা সংশধন হন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে ছাড়া এই বাংলায় আর ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসা যাবেনা। তানাহলে এদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চোরদের প্রতিহত করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুল ইসলাম মনির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক এম, আরজ আলী শান্ত,স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার নূর আমিন লালন, সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিম ইফতেখারুল হক।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির

সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক এম এ তালহা’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শহিদুজ্জামান বিলাস, সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান, যুগ্ন সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ, যুগ্ন সম্পাদক হামিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম হাসান টুটুল। জীবননগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবু তালেব, সদস্য সচিব এখলাছুর রহমান রাসেল, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আসরাফ হোসেন, সদস্য সচিব সুমন বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, দর্শনা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নূরে আলম সিদ্দিকী, পৌর আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এস এম হাসান, সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রাজা, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রুবেল হাসান, সদস্য সচিব বিদ্যুৎ হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইমদাদুল হক, পৌর আহ্বায়ক কামরুল হাসান সহ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা,আলমডাঙ্গা উপজেলা, দামুড়হুদা উপজেলা ও জীবননগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি যুবলীগ নেতার

পাওনা টাকা ও ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশিষ বাগচি মনু।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ হুমকি দেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি আওয়ামী পরিবারের সন্তান এবং আমি

নিজেও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য। পারিবারিক সূত্রে বহুবছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের সাথে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা।

তিনি বলেন, ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সাথে আমার মুলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উপর পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকার না পেয়ে আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারীতে আমার সাথে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপন করে। এক পর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিক ভাবে এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিমাংসা কেও এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে । ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিসপে বসে আমাকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ দিয়ে রুপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলোনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজ অনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে একাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ওই চেক ব্যাংকে জমা দেওয়ার দিনই চেকদাতা শহীদ সরফরাজ মৃদুল চেকটি হারিয়ে গেছে বলে মেহেরপুর থানায় একটি মিথ্যা জিডি করে, যার নম্বর ১২৭৫। এর পর থেকে সে আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে এবং আমি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় জাত-পাত তুলে গালিগালাজ করে।

আমি নিরুপায় হয়ে গত ৩০ আগষ্ট শহীদ সরফরাজ মৃদুলের নামে একটি আইনগত নোটিশ পাঠায়। একই দিন আমার বিরুদ্ধে সে আদালতে একটি পিটিশন মামলা করে। ওই মামলার কারনে ১ সেপ্টম্বর আমার বাড়িতে পুলিশে তল্লাশি চালায়। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার হুমকির মধ্যে রয়েছি। আমি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে আমাকে

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমাকে দেওয়া চেক ছিনিয়ে বা প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিয়ে নেওয়া হলে এবং আমি ন্যায় বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোন উপায় থাকবে না।
সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

তবে, অভিযুক্ত জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মোবাইলে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীতে বিএনপির স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও যুবদলের সাবেক সভাপতি আখতারুজ্জামানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় গাংনী হাসপাতাল বাজারে বিএনপির একাংশের কার্যালয়ে পৌর বিএনপির আয়োজনে এ স্বরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শান্ত আহমেদ বিশ্বাস,গাংনী উপজেলা ছাত্রদল নেতা জী কে শামীম,গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক জুনায়েদ আলি,মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রনি,গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুরেলি আলভি,গাংনী উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল হাসান শাওন,গাংনী পৌর

যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, পৌর যুবদল নেতা মিজানুর রহমান (তোতা), ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারন সম্পাদক আসাদ, পৌর ছাত্রদল নেতা রাকিবুল ইসলাম রাকিব,গাংনী পৌর কৃষকদল নেতা আমিনুল ইসলাম,কৃষকদল নেতা রনি আহমেদ,সাবেক ছাত্রনেতা সাহিবুর রহমান,কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান বকুল,বিএনপি নেতা আঃগনি, পৌর বিএনপি নেতা এনামুল হক সহ গাংনী উপজেলা বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনা কে আবারো ক্ষমতায় রাখতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগের আয়োজন করে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-২ প্রাঙ্গণে কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সেক্রেটারির রায়হান উদ্দিন মন্টুর সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার রামচন্দ্রপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আহম্মদ আলী ও ইউপি সদস্য চান্নুর সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। সোমবার সকালে আলী আহম্মদের দুই সমর্থককে মারধর করে ইউপি সদস্য চান্নুর লোকজন। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে চান্নু মেম্বরের লোকজনকে প্রতিহত করতে আসে প্রতিপক্ষরা। একপর্যায়ে দুই গ্রুপের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের আহত হন অন্তত ১০ জন। এ সময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি নিয়ে যায়।

কালীগঞ্জ থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, দুই দলের বিরোধে সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে। সংবাদ শুনেই সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।